তারিখ 23 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

ক্যাম্পাস থমথমে ।। একজন ছুরিকাহত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ক্যাম্পাস পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় সবকিছুই স্বাভাবিক। কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে। গত দুই দিনে বেশ কয়েকটি হলে দুই গ্রুপের মধ্যে একাধিকবার উত্তেজনা দেখা দেয়। শনিবার মধ্যরাত্রে পলাশী মোড়ে ছাত্রদল নেতা, সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র হাবিবউল্লাহ ফারুক ছুরিকাহত হন। কয়েকজন সশস্ত্র তরুণ তাহার উপর হামলা চালাইয়া প্রথমে শরীরের বিভিন্ন

(৭ম পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

ক্যাম্পাস থমথমে

(১ম পৃ: পর)

অংশে চাকুর প্রোষ দেয় এবং ডান পায়ের গোড়ালীর রগ কাটিয়া ফেলে। ফারুককে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাহাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনার পর হইতে এস, এম হল, জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, মোহসিন হলসহ কলাভবন সংলগ্ন বিভিন্ন হলে চাপা উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে শাসাইয়াছে। একজন শিক্ষক মন্তব্য করেন, পরিস্থিতি খুবই জটিল। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন আনুষ্ঠানিক সভায় ক্যাম্পাস পরিস্থিতির ভয়াবহতা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে 'বিশ্ববিদ্যালয় খুলিতে না খুলিতেই পুনরায় সন্ত্রাসী তৎপরতা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হওয়ায় এক দিকে যেমন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হইতেছে না, অপরদিকে তেমনি সকলেই দারুণভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর পরই ক্যাম্পাসে সংগঠিত সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারী এবং অভিভাবকদের মধ্যে নূতন করিয়া উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের পৃথক দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়া এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কমিতেছে না। বড় ছাত্র সংগঠনগুলি সভা, সমাবেশে, বিবৃতিতে সন্ত্রাসকারীদের প্রতিহত করার কথা বলিলেও বিভিন্ন হলে বহিরাগত তরুণদের আনাগোনা, হলে অবস্থানের ধরন পূর্বেকার মতই রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এক সপ্তাহের ব্যবধানেও হলে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী ফিরিয়া আসে নাই। তবে বহিরাগতরা পুনরায় বিভিন্ন হলে অবস্থান নিয়াছে। হল দখলের সেই পুরানো প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। একজন ছাত্র জানান, রাতে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় থামিয়া থামিয়া গুলীর শব্দ পাওয়া যায়। গত কয়েকদিনে বিভিন্ন হলে জোর পূর্বক মিছিলে নামানোর ঘটনাও ঘটিয়াছে। সন্ত্রাস দমনের কথা বলা হইতেছে অথচ কাহারও মধ্যে সহিষ্ণুতা নাই। একজন প্রভোস্টসহ কয়েকজন আবাসিক শিক্ষকের বাসায়ও হামলা চালানো হইয়াছে। তাহাদের বলা হইয়াছে পুলিশকে হলে আসার অনুমতি দেওয়া হইলে ভালো হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস শুরু হইলেও স্থগিত ঘোষিত মাষ্টার্স, অনার্স পরীক্ষাসমূহ ঠিক কবে অনুষ্ঠিত হইবে তাহা গতকালও জানানো হয় নাই। তবে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা আভাষ দিয়াছেন, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে এতদসংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আশা করা যায়, আগামী মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে সকল পরীক্ষা শুরু হইবে। তবে সবকিছু নির্ভর করিবে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতির উপর। ক্যাম্পাসের সকল রাস্তার মোড়ে 'রাস্তা বন্ধ' সাইনবোর্ড বসাইয়া পুলিশের টহল অব্যাহত রহিয়াছে। রিক্সা ছাড়া ক্যাম্পাসে ভারী যান বাহনের ঢোকার কোন সুযোগ নাই।